সমকাল

1 1 NOV 2025

পাঁচ বছর শুল্কমুক্ত সুবিধা পেতে সহায়তা চায় বাংলাদেশ

■ সমকাল প্রতিবেদক

স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) কাতার থেকে মসৃণ উত্তরণে উন্নত দেশে শুল্কমুক্ত পণ্য রপ্তানি সুবিধা নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের সহায়তা চেয়েছে বাংলাদেশ। আগামী বছর এলডিসি থেকে উত্তরণের পর কয়েকটি দেশ বাংলাদেশকে ভিন্ন ভিন্ন সময়সীমা পর্যন্ত শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়ার কথা জানিয়েছে। সরকার চায় সব দেশ অভিন্ন মেয়াদে অন্তত আরও ৫ বছর শুল্কমুক্ত সুবিধা অব্যাহত রাখুক। ঢাকা সফররত জাতিসংঘের হাই রিপ্রেজেন্টেটিভের কার্যালয়ের (ইউএন-ওএইচআরএলএলএস) মিশন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এসব কথা বলা হয়। বাংলাদেশের প্রস্তাবকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে মিশন।

গতকাল সোমবার প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরীর সঙ্গে বৈঠকে এ নিয়ে আলোচনা হয়। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সভাকক্ষে বৈঠকে ইআরডির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। জাতিসংঘ মিশনের পক্ষে নেতৃত্ব দেন সংস্থার এলডিসি–বিষয়ক কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক রোনাল্ড মোলেরুস। এলডিসির কাতার থেকে উত্তরণে বাংলাদেশের প্রস্তুতির বিষয়ে স্বাধীন মূল্যায়নে গত রোববার চার দিনের সফরে ঢাকায় এসেছেন তারা। সফরে তারা সরকারের বিভিন্ন বিভাগ এবং বেসরকারি খাতের ব্যবসায়ী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

জানতে চাইলে ড. আনিসুজ্জামান গতকাল সমকালকে বলেন, সব সূচকে বাংলাদেশ এলডিসি থেকে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। এ পরিস্থিতিতে সরকার চাইলেও এ উত্তরণ প্রক্রিয়া বন্ধ করার ক্ষমতা রাখে না। এটা জাতিসঙ্ঘের ভোটাভুটির মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। তিনি বলেন, 'আমি বলেছি, এলডিসি থেকে উত্তরণ হলে বিভিন্ন

এলডিসি থেকে উত্তরণে জাতিসঙ্ঘ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক

দেশ বিভিন্ন মেয়াদে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়ার কথা আমাদের জানিয়েছে। আমরা চাই, সব দেশ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে ৫ বছর কিংবা ১০ বছর যেন শুল্কমুক্ত সুবিধা আমাদের দেয় । এ ব্যাপারে জাতিসংঘ মিশনের সহায়তা আমরা চেয়েছি।' তিনি জানান, এই প্রস্তাবে মিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়, প্রস্তাবটি মন্দ নয়। তবে তারা এ বিষয়ে এখন কোন কথা বলবে না। ব্যবসায়ী প্রতিনিধিসহ অন্যদের সঙ্গে কথা বলবেন তারা।

ইআরডি সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশ আগামী বছর এলডিসি থেকে বের হলে সংকট তৈরি হবে । এমন উদ্বেগ জানিয়ে এলডিসি থেকে উত্তরণ ২০২৬ সাল থেকে পিছিয়ে ২০৩২ সালে নির্ধারণের দাবি জানিয়ে সম্প্রতি সরকারের কাছে চিঠি দেয় দেশের শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্য সংগঠনগুলো। ব্যবসায়ীদের এ উদ্বেগের কথা জানিয়ে সম্প্রতি জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ও হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং পঞ্চম এলডিসি সম্মেলনের সেক্রেটারি জেনারেল রাবাব ফাতিমার কাছে সরকারের পক্ষ থেকে চিঠি দেওয়া হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফরে এসেছে। তারা ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বেসরকারি খাত, নাগরিক সমাজ ও উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। বৈঠক শেষে জাতিসংঘের মিশন এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের বিষয়ে মূল্যায়ন করবে। বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রভাব বিশ্লেষণ এবং মসৃণ উত্তরণ কৌশল বাস্তবায়ন—এ তিন বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে এই মূল্যায়ন করা হবে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র ★ ট্রেড রপ্তানি উন্নয়ন ★ ঢাকা।

The Financial Express

1 1 NOV 2025

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
টিসিবি ভবন, ১, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
www.epb.gov.bd

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং-২৬.০২.০০০০.০৫৫.৫৩.০৮০.২৫.১৯৮৮

তারিখঃ ১০-১১-২০২৫ খ্রিঃ

৩০তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ) ২০২৬ এর পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা/কার্য ও ভৌত সেবা/কাজের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

আগামী ০১ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিঃ তারিখ হতে মাসব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য ৩০তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ) ২০২৬ উপলক্ষে নিম্নোক্ত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা/কার্য ও ভৌত সেবা/কাজের জন্য (লট ভিত্তিক) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকায় সরবরাহকারী/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির আওতায় দরপত্র আহবান করা যাচ্ছেঃ

লট	পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা/কার্য ও ভৌত সেবা/কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
লট-১	(ক) ৩০তম ডিআইটিএফ ২০২৬ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমন্ত্রণপত্র, স্যুভেনির, গাড়ীর স্টিকার, ডিউটি পাস, ভিআইপি পাস ইত্যাদির ডিজাইন প্রণয়ন এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক তা মুদ্রণ ও সরবরাহকরণ ইত্যাদি (দরপত্র সিডিউল/দরপত্র দলিল মোতাবেক)। (খ) ৩০তম ডিআইটিএফ ২০২৬ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান/স্পট, সড়ক ও সড়কদ্বীপ, বিভিন্ন চত্বর, ফুটওভার ব্রীজ ইত্যাদি সাজ-সজ্জাকরণ, সিটি ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম সম্পন্নকরণ ইত্যাদি (দরপত্র সিডিউল/দরপত্র দলিল মোতাবেক)। (গ) ৩০তম ডিআইটিএফ ২০২৬ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিসিএফইসি-এ অনুষ্ঠানের মঞ্চ, ব্যাকড্রপ তৈরি, আসন ব্যবস্থা, অনুষ্ঠানস্থল সজ্জিতকরণ, বিসিএফইসি-এর অভ্যন্তর, বহিরাঙ্গণ ও বাউন্ডারী ওয়াল সাজ-সজ্জাকরণ, স্টিল ছবি তোলা ও ভিডিওগ্রাফি ইত্যাদি (দরপত্র সিডিউল/দরপত্র দলিল মোতাবেক)। (ঘ) ৩০তম ডিআইটিএফ ২০২৬ পরিদর্শনকারী দেশি-বিদেশি ডিগনিটারিজ/গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে উপহার হিসেবে প্রদানের জন্য গিফট আইটেম সরবরাহ (দরপত্র সিডিউল/দরপত্র দলিল মোতাবেক)।
লট-২	(ক) ৩০তম ডিআইটিএফ ২০২৬ উপলক্ষ্যে বিসিএফইসি-এর এক্সিবিশন হলের (Hall-A ও Hall-B) ভিতর/বাইরে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক শেল স্কিম তৈরি, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (ট্রিপল দ্বারা মিনি প্যাভিলিয়ন/স্টল/ফুড স্টল/ইউটিলিটি বুথ, পুরুষ ও মহিলা অস্থায়ী নামাজ ঘর তৈরি) ও তা বিদ্যুতায়ন, অস্থায়ী মেলা সচিবালয় শোভায়ন, টেবিল/চেয়ার সরবরাহ, বিসিএফইসি বাউন্ডারী ওয়াল টিন দ্বারা আবৃতকরণ এবং মেলা প্রাঙ্গণ, পার্কিং এলাকা শোভাবর্ধক লাইটিং/ঝাড়বাতি দ্বারা সজ্জিতকরণ (প্রয়োজন অনুযায়ী) (দরপত্র সিডিউল/দরপত্র দলিল মোতাবেক)। (খ) ৩০তম ডিআইটিএফ ২০২৬ উপলক্ষ্যে দেশের রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে রপ্তানি পণ্যসমূহের প্রচার প্রচারনার জন্য এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর বিভিন্ন কার্যক্রম প্রক্ষেপণ করার লক্ষ্যে "Export Enclave" কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক তৈরি/নির্মাণ। উক্ত "Export Enclave" প্রাঙ্গণের অভ্যন্তর ও বহিরাঙ্গণ স্থিরচিত্র, গ্রাফিতি, ভিডিও, ডিজিটাল আউটপুট, অন্যান্য দৃষ্টিনন্দন বস্তু ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিতকরণ (দরপত্র সিডিউল/দরপত্র দলিল মোতাবেক)। । (গ) ৩০তম ডিআইটিএফ ২০২৬ উপলক্ষ্যে (১) বাংলাদেশ স্কয়ার/প্যাভিলিয়ন নামে একটি বাংলাদেশ স্কয়ার/প্যাভিলিয়ন নির্মাণ, যেখানে ৫২ এর ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪ এর জুলাই আন্দোলনে আহত ও শহীদের স্মরণে স্থিরচিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে (২) সিনিয়র সিটিজেন দর্শনার্থীদের জন্য সিটিং কর্ণার ও (৩) সাংস্কৃতিক কেন্দ্র/কালচারাল সেন্টার-এর দৃষ্টিনন্দন ডিজাইন তৈরি ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক বিসিএফইসি-এ উক্ত কর্ণার/প্যাভিলিয়ন/সেন্টার তৈরি/নির্মাণ ও সজ্জিতকরণ (দরপত্র সিডিউল/দরপত্র দলিল মোতাবেক)। । (ঘ) ৩০তম ডিআইটিএফ ২০২৬ উপলক্ষ্যে দেশের তরুণ সমাজকে রপ্তানি বাণিজ্য ও বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধকরণার্থে ইপিবি'র বিভিন্ন সেবা ও কার্যক্রম এবং দেশের রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়ন চিত্রকে প্রক্ষেপণ করে ডিআইটিএফ-এর মেইন গেইট ও ভিআইপি গেইট-এর ডিজাইন তৈরি ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক মেইন গেইট ও ভিআইপি গেইট নির্মাণ ও সজ্জিতকরণ (দরপত্র সিডিউল/দরপত্র দলিল মোতাবেক)। । (ঙ) ৩০তম ডিআইটিএফ ২০২৬ উপলক্ষ্যে বিসিএফইসি-এর শোভায়ন সংশ্লেষে ফোয়ারার চারপাশে টবে প্রাকৃতিক ফুলের গাছ ও পাতাবাহার (পটপ্ল্যান্ট) (এলইডি ফিতা লাইটসহ) এবং বিসিএফইসি-এর উন্মুক্ত স্থানে আর্টিফিশিয়াল ঘাস-ফুল ও ন্যাচারাল ফুলের গাছ, এলইডি পারগান লাইট ও ব্যানার স্থাপন এবং কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক অবকাঠামো তৈরি ও সজ্জিতকরণ (দরপত্র সিডিউল/দরপত্র দলিল মোতাবেক)।
লট-৩	(ক) ৩০তম ডিআইটিএফ ২০২৬ চলাকালীন বিসিএফইসি-এর এক্সিবিশন হলের (Hall-A ও Hall-B) ভিতরে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, এক্সিবিশন সেন্টারের টয়লেটসমূহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (প্রত্যহ ক্লিনিং পরিষেবা), মেলা চলাকালীন ও মেলা পরবর্তী-আবর্জনা অপসারণ এবং এক্সিবিশন সেন্টারের ডিপ ক্লিনিং (Deep Cleaning) পরিষেবা, প্লাস্টিকের বিন সরবরাহকরণ (দরপত্র সিডিউল/দরপত্র দলিল মোতাবেক)। (খ) ৩০তম ডিআইটিএফ ২০২৬ চলাকালীন এক্সিবিশন হলের বাহিরে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, সামনের রাস্তা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্থানের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, কার পার্কিং ১ও ২ এরিয়ার টয়লেটসমূহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (প্রত্যহ ক্লিনিং পরিষেবা), মেলা চলাকালীন ও মেলা পরবর্তী আবর্জনা অপসারণ ও মেলা প্রাঙ্গণ ডিপ ক্লিনিং (Deep Cleaning) পরিষেবা, মেলা প্রাঙ্গণে প্লাস্টিকের বিন সরবরাহকরণ (দরপত্র সিডিউল/দরপত্র দলিল মোতাবেক)।
লট-৪	৩০তম ডিআইটিএফ ২০২৬ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে স্বল্প দৈর্ঘ্যের প্রামাণ্যচিত্র/ডকুমেন্টারি ফিল্ম ও কনটেন্ট তৈরি ও সরবরাহকরণ এবং ই-প্ল্যাটফর্মে [যেমন: ফেসবুক, এক্স (টুইটার), ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, লিংকডইন ইত্যাদি] কনটেন্ট ও টিভিসি বুস্টিং (দরপত্র সিডিউল/দরপত্র দলিল মোতাবেক)।
লট-৫	৩০তম ডিআইটিএফ ২০২৬ চলাকালীন মেলার দর্শনার্থী, মালামালের নিরাপত্তার জন্য বেসরকারি সিকিউরিটি গার্ড নিয়োগ, সিসিটিভি সার্ভিল্যান্স সিস্টেম সংযোজন/স্থাপন, অপারেটরসহ আর্চওয়ে হ্যান্ড মেটাল ডিটেকটর ও ভেহিকল সার্সিং মিরর এবং পুলিশ ওয়াচ টাওয়ার স্থাপন (দরপত্র সিডিউল/দরপত্র দলিল মোতাবেক)।
লট-৬	(ক) ৩০তম ডিআইটিএফ ২০২৬ এর সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজন (বিসিএফইসি-এর মাল্টিপারপাস হলে অনুষ্ঠানের মঞ্চ/স্টেজ, স্টেজ ব্যাকড্রপ, ব্যানার/ফেস্টুন/কাটআউট ইত্যাদি দ্বারা অনুষ্ঠানস্থল সজ্জিতকরণ, লাইটিং ইত্যাদি কাজের ডিজাইন প্রণয়ন এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক তা তৈরি ও ব্যবস্থাকরণ এবং অনুষ্ঠানে এলইডি/সাউন্ড সিস্টেম/মাল্টিমিডিয়া সরবরাহ, ফটোগ্রাফি/ভিডিওগ্রাফি সম্পন্নকরণ ইত্যাদি)। (খ) ৩০তম ডিআইটিএফ ২০২৬ এর সমাপনী অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র এবং মেলার শ্রেষ্ঠ প্যাভিলিয়ন/স্টল/রেস্টুরেন্টের অনুকূলে বিতরণের জন্য ক্রেস্ট/ট্রফি ও সনদপত্র তৈরি ও সরবরাহ ইত্যাদি (দরপত্র সিডিউল/দরপত্র দলিল মোতাবেক)।

১) লট নং-১ হতে লট নং-৫ এর দরপত্রসমূহ আগামী ২৭-১১-২০২৫ খ্রিঃ তারিখ ও লট নং-৬ দরপত্র আগামী ১৪-১২-২০২৫ খ্রিঃ তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকা-এর প্রশাসন শাখা (টিসিবি ভবন, ৫ম তলা, ১, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫) হতে উক্ত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা/কার্য ও ভৌত সেবা/কাজের বিস্তারিত বিবরণ ও শর্তাবলী সম্বলিত দরপত্র সিডিউল/দরপত্র দলিল (প্রতি লটের প্রতিটি) (লট নং-১ হতে লট নং-৬) টাঃ ১০০০/-(এক হাজার) মূল্যে (অফেরতযোগ্য) সংগ্রহ করা যাবে এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে।

২) লট নং-১ হতে লট নং-৫ এর দরপত্রসমূহ আগামী ৩০-১১-২০২৫ খ্রিঃ তারিখ দুপুর ১২:০০ টার মধ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকা-এর প্রশাসন শাখায় রক্ষিত টেন্ডার বক্সে দাখিল করতে হবে। লট নং-৬ এর দরপত্র আগামী ১৫-১২-২০২৫ খ্রিঃ তারিখ দুপুর ১২:০০ টার মধ্যে উক্ত টেন্ডার বক্সে দাখিল করতে হবে। ডাক/কুরিয়ার/ই-মেইল/ফ্যাক্সযোগে দরপত্র দাখিল করা হলে তা অবশ্যই উক্ত সময়ের মধ্যে পৌছাতে হবে। একটি লটের জন্য একটি মাত্র দরপত্র দাখিল এবং দরপত্র খামে সংশ্লিষ্ট লট নম্বর লিখে অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে।

৩) লট নং-১ হতে লট নং-৫ এর দরপত্র আগামী ৩০-১১-২০২৫ খ্রিঃ তারিখ দুপুর ১২:৩০ টায় এবং লট নং-৬ এর দরপত্র আগামী ১৫-১২-২০২৫ খ্রিঃ তারিখ দুপুর ১২:৩০ টায় রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকা-এর কনফারেন্স রুমে উপস্থিত দরদাতাদের সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) উন্মুক্ত করা হবে।

৪) লট নং-১, ২, ৪, ৬ এর প্রক্রিয়াকরণ "OSTEM"-এর পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে (অর্থাৎ দরপত্রের সাথে দাখিললকৃত ডিজাইনসমূহ হতে নির্বাচিত ডিজাইনের ভিত্তিতে দরদাতা নির্বাচনপূর্বক উক্ত লটসমূহের কাজ সম্পন্নযোগ্য হবে)।

৫) দরদাতার যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, অন্যান্য শর্তাবলী দরপত্র সিডিউল/দরপত্র দলিল মোতাবেক হবে।

৬) কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন দরপত্র বা সকল দরপত্র বা এ ক্রয় প্রক্রিয়া বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

১০.১১.২০২৫

সচিব (উপসচিব), ইপিবি
ও
পরিচালক, ৩০তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ) ২০২৬ সচিবালয়
টিসিবি ভবন, ১, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ফোনঃ ৫৫০১৩৪২০, www.epb.gov.bd/E-mail:secy@epb.gov.bd/epb.ditf@epb.gov.bd/
ফেসবুক: www.facebook.com/epb.gov.bd

GA-3675/25 (10x5)

প্রথম আলো
11 NOV 2025

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
টিসিবি ভবন, ১, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
www.epb.gov.bd

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং-২৬.০২.০০০০.০৫৫.৫৩.০৮০.২৫.১৯৮৮ তারিখঃ ১০-১১-২০২৫ খ্রিঃ

৩০তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ) ২০২৬ এর পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা/কার্য ও ভৌত সেবা/কাজের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

আগামী ০১ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিঃ তারিখ হতে মাসব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য ৩০তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ) ২০২৬ উপলক্ষে নিম্নোক্ত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা/কার্য ও ভৌত সেবা/কাজের জন্য (লট ভিত্তিক) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকায় সরবরাহকারী/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির আওতায় দরপত্র আহবান করা যাচ্ছেঃ

লট	পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা/কার্য ও ভৌত সেবা/কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
লট-১	(ক) ৩০তম ডিআইটিএফ ২০২৬ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমন্ত্রণপত্র, স্যুভেনির, গাড়ীর স্টিকার, ডিউটি পাস, ভিআইপি পাস ইত্যাদির ডিজাইন প্রণয়ন এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক তা মুদ্রণ ও সরবরাহকরণ ইত্যাদি (দরপত্র সিডিউল/দরপত্র দলিল মোতাবেক)। (খ) ৩০তম ডিআইটিএফ ২০২৬ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান/স্পট, সড়ক ও সড়কদ্বীপ, বিভিন্ন চত্বর, ফুটওভার ব্রীজ ইত্যাদি সাজ-সজ্জাকরণ, সিটি ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম সম্পন্নকরণ ইত্যাদি (দরপত্র সিডিউল/দরপত্র দলিল মোতাবেক)। (গ) ৩০তম ডিআইটিএফ ২০২৬ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিসিএফইসি-এ অনুষ্ঠানের মঞ্চ, ব্যাকড্রপ তৈরি, আসন ব্যবস্থা, অনুষ্ঠানস্থল সজ্জিতকরণ, বিসিএফইসি-এর অভ্যন্তর, বহিরাঙ্গণ ও বাউন্ডারী ওয়াল সাজ-সজ্জাকরণ, স্টিল ছবি তোলা ও ভিডিওগ্রাফি ইত্যাদি (দরপত্র সিডিউল/দরপত্র দলিল মোতাবেক)। (ঘ) ৩০তম ডিআইটিএফ ২০২৬ পরিদর্শনকারী দেশি-বিদেশি ডিগনিটারিজ/গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে উপহার হিসেবে প্রদানের জন্য গিফট আইটেম সরবরাহ (দরপত্র সিডিউল/দরপত্র দলিল মোতাবেক)।
লট-২	(ক) ৩০তম ডিআইটিএফ ২০২৬ উপলক্ষ্যে বিসিএফইসি-এর এক্সিবিশন হলের (Hall-A ও Hall-B) ভিতর/বাইরে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক শেল স্কিম তৈরি, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (ট্রিপল দ্বারা মিনি প্যাভিলিয়ন/স্টল/ফুড স্টল/ইউটিলিটি বুথ, পুরুষ ও মহিলা অস্থায়ী নামাজ ঘর তৈরি) ও তা বিদ্যুতায়ন, অস্থায়ী মেলা সচিবালয় শোভায়ন, টেবিল/চেয়ার সরবরাহ, বিসিএফইসি বাউন্ডারী ওয়াল টিন দ্বারা আবৃতকরণ এবং মেলা প্রাঙ্গণ, পার্কিং এলাকা শোভাবর্ধক লাইটিং/বাড়বাতি দ্বারা সজ্জিতকরণ (প্রয়োজন অনুযায়ী) (দরপত্র সিডিউল/দরপত্র দলিল মোতাবেক)। (খ) ৩০তম ডিআইটিএফ ২০২৬ উপলক্ষ্যে দেশের রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে রপ্তানি পণ্যসমূহের প্রচার প্রচারনার জন্য এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর বিভিন্ন কার্যক্রম প্রক্ষেপণ করার লক্ষ্যে "Export Enclave" কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক তৈরি/নির্মাণ। উক্ত "Export Enclave" প্রাঙ্গণের অভ্যন্তর ও বহিরাঙ্গণ স্থিরচিত্র, গ্রাফিতি, ভিডিও, ডিজিটাল আউটপুট, অন্যান্য দৃষ্টিনন্দন বস্তু ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিতকরণ (দরপত্র সিডিউল/দরপত্র দলিল মোতাবেক)।। (গ) ৩০তম ডিআইটিএফ ২০২৬ উপলক্ষ্যে (১) বাংলাদেশ স্কয়ার/প্যাভিলিয়ন নামে একটি বাংলাদেশ স্কয়ার/প্যাভিলিয়ন নির্মাণ, যেখানে ৫২ এর ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪ এর জুলাই আন্দোলনে আহত ও শহীদের স্মরণে স্থিরচিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে (২) সিনিয়র সিটিজেন দর্শনার্থীদের জন্য সিটিং কর্ণার ও (৩) সাংস্কৃতিক কেন্দ্র/কালচারাল সেন্টার-এর দৃষ্টিনন্দন ডিজাইন তৈরি ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক বিসিএফইসি-এ উক্ত কর্ণার/প্যাভিলিয়ন/সেন্টার তৈরি/নির্মাণ ও সজ্জিতকরণ (দরপত্র সিডিউল/দরপত্র দলিল মোতাবেক)।। (ঘ) ৩০তম ডিআইটিএফ ২০২৬ উপলক্ষ্যে দেশের তরুণ সমাজকে রপ্তানি বাণিজ্য ও বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধকরণার্থে ইপিবি'র বিভিন্ন সেবা ও কার্যক্রম এবং দেশের রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়ন চিত্রকে প্রক্ষেপণ করে ডিআইটিএফ-এর মেইন গেইট ও ভিআইপি গেইট-এর ডিজাইন তৈরি ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক মেইন গেইট ও ভিআইপি গেইট নির্মাণ ও সজ্জিতকরণ (দরপত্র সিডিউল/দরপত্র দলিল মোতাবেক)।। (ঙ) ৩০তম ডিআইটিএফ ২০২৬ উপলক্ষ্যে বিসিএফইসি-এর শোভায়ন সংশ্লেষে ফোয়ারার চারপাশে টবে প্রাকৃতিক ফুলের গাছ ও পাতাবাহার (পটপ্ল্যান্ট) (এলইডি ফিতা লাইটসহ) এবং বিসিএফইসি-এর উন্মুক্ত স্থানে আর্টিফিশিয়াল ঘাস-ফুল ও ন্যাচারাল ফুলের গাছ, এলইডি গারগান লাইট ও ব্যানার স্থাপন এবং কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক অবকাঠামো তৈরি ও সজ্জিতকরণ (দরপত্র সিডিউল/দরপত্র দলিল মোতাবেক)।
লট-৩	(ক) ৩০তম ডিআইটিএফ ২০২৬ চলাকালীন বিসিএফইসি-এর এক্সিবিশন হলের (Hall-A ও Hall-B) ভিতরে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, এক্সিবিশন সেন্টারের টয়লেটসমূহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (প্রত্যহ ক্লিনিং পরিষেবা), মেলা চলাকালীন ও মেলা পরবর্তী-আবর্জনা অপসারণ এবং এক্সিবিশন সেন্টারের ডিপ ক্লিনিং (Deep Cleaning) পরিষেবা, প্লাস্টিকের বিন সরবরাহকরণ (দরপত্র সিডিউল/দরপত্র দলিল মোতাবেক)। (খ) ৩০তম ডিআইটিএফ ২০২৬ চলাকালীন এক্সিবিশন হলের বাহিরে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, সামনের রাস্তা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্থানের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, কার পার্কিং ১ও ২ এরিয়ার টয়লেটসমূহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (প্রত্যহ ক্লিনিং পরিষেবা), মেলা চলাকালীন ও মেলা পরবর্তী আবর্জনা অপসারণ ও মেলা প্রাঙ্গণ ডিপ ক্লিনিং (Deep Cleaning) পরিষেবা, মেলা প্রাঙ্গণে প্লাস্টিকের বিন সরবরাহকরণ (দরপত্র সিডিউল/দরপত্র দলিল মোতাবেক)।
লট-৪	৩০তম ডিআইটিএফ ২০২৬ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে স্বল্প দৈর্ঘ্যের প্রামাণ্যচিত্র/ডকুমেন্টারি ফিল্ম ও কনটেন্ট তৈরি ও সরবরাহকরণ এবং ই-প্ল্যাটফর্মে [যেমন: ফেসবুক, এক্স (টুইটার), ইউটিউব, ইন্সটাগ্রাম, লিংকডইন ইত্যাদি] কনটেন্ট ও টিভিসি বুস্টিং (দরপত্র সিডিউল/দরপত্র দলিল মোতাবেক)।
লট-৫	৩০তম ডিআইটিএফ ২০২৬ চলাকালীন মেলার দর্শনার্থী, মালামালের নিরাপত্তার জন্য বেসরকারি সিকিউরিটি গার্ড নিয়োগ, সিসিটিভি সার্ভিল্যান্স সিস্টেম সংযোজন/স্থাপন, অপারেটরসহ আর্চওয়ে হ্যান্ড মেটাল ডিটেকটর ও ভেহিকল সার্সিং নিরর এবং পুলিশ ওয়াচ টাওয়ার স্থাপন (দরপত্র সিডিউল/দরপত্র দলিল মোতাবেক)।
লট-৬	(ক) ৩০তম ডিআইটিএফ ২০২৬ এর সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজন (বিসিএফইসি-এর মাল্টিপারপাস হলে অনুষ্ঠানের মঞ্চ/স্টেজ, স্টেজ ব্যাকড্রপ, ব্যানার/ফেস্টুন/কাটআউট ইত্যাদি দ্বারা অনুষ্ঠানস্থল সজ্জিতকরণ, লাইটিং ইত্যাদি কাজের ডিজাইন প্রণয়ন এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক তা তৈরি ও ব্যবস্থাকরণ এবং অনুষ্ঠানে এলইডি/সাউন্ড সিস্টেম/মাল্টিমিডিয়া সরবরাহ, ফটোগ্রাফি/ভিডিওগ্রাফি সম্পন্নকরণ ইত্যাদি)। (খ) ৩০তম ডিআইটিএফ ২০২৬ এর সমাপনী অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র এবং মেলার শ্রেষ্ঠ প্যাভিলিয়ন/স্টল/রেস্টুরেন্টের অনুকূলে বিতরণের জন্য ক্রেস্ট/ট্রফি ও সনদপত্র তৈরি ও সরবরাহ ইত্যাদি (দরপত্র সিডিউল/দরপত্র দলিল মোতাবেক)।

১) লট নং-১ হতে লট নং-৫ এর দরপত্রসমূহ আগামী ২৭-১১-২০২৫ খ্রিঃ তারিখ ও লট নং-৬ দরপত্র আগামী ১৪-১২-২০২৫ খ্রিঃ তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকা-এর প্রশাসন শাখা (টিসিবি ভবন, ৫ম তলা, ১, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫) হতে উক্ত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা/কার্য ও ভৌত সেবা/কাজের বিস্তারিত বিবরণ ও শর্তাবলী সম্বলিত দরপত্র সিডিউল/দরপত্র দলিল (প্রতি লটের প্রতিটি) (লট নং-১ হতে লট নং-৬) টাঃ ১০০০/-(এক হাজার) মূল্যে (অফেরতযোগ্য) সংগ্রহ করা যাবে এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে।

২) লট নং-১ হতে লট নং-৫ এর দরপত্রসমূহ আগামী ৩০-১১-২০২৫ খ্রিঃ তারিখ দুপুর ১২:০০ টার মধ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকা-এর প্রশাসন শাখায় রক্ষিত টেন্ডার বক্সে দাখিল করতে হবে। লট নং-৬ এর দরপত্র আগামী ১৫-১২-২০২৫ খ্রিঃ তারিখ দুপুর ১২:০০ টার মধ্যে উক্ত টেন্ডার বক্সে দাখিল করতে হবে। ডাক/কুরিয়ার/ই-মেইল/ফ্যাক্সযোগে দরপত্র দাখিল করা হলে তা অবশ্যই উক্ত সময়ের মধ্যে পৌঁছাতে হবে। একটি লটের জন্য একটি মাত্র দরপত্র দাখিল এবং দরপত্র খামে সংশ্লিষ্ট লট নম্বর লিখে অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে।

৩) লট নং-১ হতে লট নং-৫ এর দরপত্র আগামী ৩০-১১-২০২৫ খ্রিঃ তারিখ দুপুর ১২:৩০ টায় এবং লট নং-৬ এর দরপত্র আগামী ১৫-১২-২০২৫ খ্রিঃ তারিখ দুপুর ১২:৩০ টায় রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকা-এর কনফারেন্স রুমে উপস্থিত দরদাতাদের সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) উন্মুক্ত করা হবে।

৪) লট নং-১, ২, ৪, ৬ এর প্রক্রিয়াকরণ "OSTEM"-এর পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে (অর্থাৎ দরপত্রের সাথে দাখিললকৃত ডিজাইনসমূহ হতে নির্বাচিত ডিজাইনের ভিত্তিতে দরদাতা নির্বাচনপূর্বক উক্ত লটসমূহের কাজ সম্পন্নযোগ্য হবে)।

৫) দরদাতার যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, অন্যান্য শর্তাবলী দরপত্র সিডিউল/দরপত্র দলিল মোতাবেক হবে।

৬) কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন দরপত্র বা সকল দরপত্র বা এ ক্রয় প্রক্রিয়া বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

তথ্য কেন্দ্র ★ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ★ ঢাকা

বণিক বার্তা
11 NOV 2025

জাতিসংঘ প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে পোশাক খাতের সংগঠনগুলোর নেতারা

এলডিসি উত্তরণ কৌশল বাস্তবায়নে সমন্বয়হীনতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণে সুচারু উত্তরণ কৌশল (এসটিএস) বাস্তবায়নে সমন্বয়হীনতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে দেশের পোশাক খাতের ব্যবসায়ীদের সংগঠনগুলো। ঢাকা সফররত জাতিসংঘের হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ মিশনের (ইউএন-ওএইচআরএলএলএস) সঙ্গে গতকাল একটি কৌশলগত পরামর্শ সভায় এ উদ্বেগ জানানো হয়।

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। রাজধানীর গুলশানে জাতিসংঘ ভবনে (ইউএন হাউজ) এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খানের নেতৃত্বে আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম ও নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান, বাংলাদেশ টেরিটাওয়েল অ্যান্ড লিনেন ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিটিএলএমইএ) চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) পরিচালক হোসেন মেহমুদ, বিজিএমইএ পরিচালক ফয়সাল সামাদ, সাবেক পরিচালক শরীফ জহির এবং সাবেক পরিচালক ও এফটিএ অ্যান্ড পিটিএ স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান লুৎফে এম আইয়ুব।

সভায় বিজিএমইএ সভাপতি দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক দুর্বলতার বিষয় তুলে ধরে এলডিসি-উত্তর ঝুঁকি মোকাবেলায় নীতি সংস্কার ও লক্ষ্যভিত্তিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প এখন এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে এসে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি ও অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার দ্বৈত সংকটে পড়েছে।' তিনি আরো জানান, ২০১৬ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে গ্যাসের দাম বেড়েছে ২৮৬ শতাংশ। এছাড়া চলতি বছরের এপ্রিলে ক্যাপটিভ ও শিল্প খাতে যথাক্রমে ৪০ শতাংশ ও ৩৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি উৎপাদন সক্ষমতাকে মারাত্মকভাবে চাপের মধ্যে ফেলছে।

বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, 'রফতানি খাত মারাত্মক লজিস্টিকস চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। দীর্ঘদিনের বিলম্ব ও অদক্ষতার পরও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ গত অক্টোবরে শুল্ক ৪১ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে। এছাড়া সড়ক পরিবহনে অতিরিক্ত সময় লাগায় বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমে যাচ্ছে। তদুপরি ২০২৩ সালে ৫৬ শতাংশ ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি, ২০২৪ সালে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট ৫ থেকে ৯ শতাংশে উন্নীত করা এবং নগদ সহায়তা ৬০ শতাংশ কমিয়ে বিকল্প সহায়তা না দেয়ায় খাতটি আর্থিকভাবে নাজুক অবস্থায় পড়েছে।'

মাহমুদ হাসান খান দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির কয়েকটি দুর্বল দিক তুলে ধরেন। এর মধ্যে রয়েছে জিডিপি প্রবৃদ্ধির গতি কমে আসা, মূল্যস্ফীতি ৮ শতাংশের ওপরে থাকা, জিডিপির তুলনায় কর আদায়ের হার মাত্র ৬ দশমিক ৬ শতাংশ এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২৭ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার (বিপিএম৬ অনুযায়ী)।

তিনি বর্তমান রাজনৈতিক রূপান্তর, বৈশ্বিক বাণিজ্যের অনিশ্চয়তা, জাতীয় নির্বাচনের আগে ক্রেতাদের অর্ডার কমে যাওয়া এবং সুচারু উত্তরণ কৌশল (এসটিএস) বাস্তবায়নে সমন্বয়হীনতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এ সময় বিজিএমইএ সভাপতি সতর্ক করে বলেন, 'পণ্যের বৈচিত্র্যহীনতা ও আমদানিনির্ভর কাঁচামালের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হতে পারে।'

তথ্য কেন্দ্র ★ ঢাকা।

স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের পরও তিন বছর শুল্ক সুবিধা দেবে জাপান

স্বস্তিতে বাংলাদেশের রফতানিকারকরা

বণিক বার্তা
11 NOV 2025

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণের পরও সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে আরো তিন বছর জেনারালাইজড সিস্টেম অব প্রেফারেন্স (জিএসপি) বা অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা ব্যবস্থার আওতায় শুল্ক সুবিধা দেবে জাপান। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) কমিটি অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে দাখিল করা সাম্প্রতিক একটি নোটিফিকেশনে এ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ও জাপানের এ ঘোষণার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

গত ৫ নভেম্বর গ্রহণ করা এবং জাপানের অনুরোধে প্রচার করা হচ্ছে উল্লেখ করে ডব্লিউটিও গত ৭ নভেম্বর নোটিফিকেশনটি প্রকাশ করেছে। এলডিসিগুলোর অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা পাওয়ার যোগ্যতা সম্পর্কিত জাতীয় আইনের সংস্কার বিষয়টি উল্লেখ করে নোটিফিকেশনে বলা হয়েছে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে এলডিসি শ্রেণী থেকে উত্তরণের পরও সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত অগ্রাধিকারমূলক শুল্ক সুবিধা দিতে জাপান তার শুল্ক ব্যবস্থা সংস্কার করেছে।

শুল্ক ব্যবস্থা সংস্কারসংশ্লিষ্ট বিধানটি 'অস্থায়ী শুল্ক ব্যবস্থা আইন'" বা টেম্পোরারি ট্যারিফ মেজার্স ল-এর অনুচ্ছেদ ৮-২, দফা ৩-এ উল্লেখ করা হয়েছে জানিয়ে নোটিফিকেশনে বলা হয়, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক স্বল্পোন্নত হিসেবে স্বীকৃত দেশগুলো অথবা যারা এলডিসি শ্রেণী থেকে উত্তরণ-পরবর্তী সর্বোচ্চ তিন বছর সময়সীমার মধ্যে রয়েছে, শুধু তারাই বিশেষ অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা পাওয়ার যোগ্য বলে গণ্য হবে।

জাপানের জিএসপির উদ্দেশ্য সম্পর্কে নোটিফিকেশনে বলা হয়েছে, জিএসপি উন্নয়নশীল দেশ বা অঞ্চল থেকে আমদানি করা নির্দিষ্ট পণ্যের ওপর শুল্ক হ্রাসের সুবিধা হিসেবে প্রযোজ্য। এর উদ্দেশ্য হলো সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর রফতানি আয় বৃদ্ধি করা। শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করতে সহায়তা করা। জাপান উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখার দৃষ্টিকোণ থেকে জিএসপি ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে পরিচালনা করছে।

রফতানিকারক মহল জানিয়েছে, এলডিসি-উত্তর নতুন প্রতিযোগিতামূলক বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য এ সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাপান শুল্ক সুবিধা

বজায় রাখায় বাংলাদেশ ট্রানজিশনে ধাক্কা খাবে না, বরং বাজার ধরে রাখার সুযোগ আরো জোরদার হবে জানিয়ে বাংলাদেশের পণ্য রফতানিকারকদের প্রতিনিধি এবং জাপান-বাংলাদেশ বাণিজ্য প্রতিনিধিরা বলছেন, এলডিসি তালিকা থেকে উত্তরণ মানে সাধারণত অনেক বাজারে শুল্ক সুবিধা হারানোর ঝুঁকি থাকে। ফলে উত্তরণ-পরবর্তী সময় কী হবে তা নিয়ে রফতানিকারকরা দীর্ঘদিন ধরেই উদ্বিগ্ন ছিলেন। বাড়তি শুল্ক চাপ রফতানিকে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে দেবে এমনটাই দাবি করে আসছিলেন তারা। তবে জাপানের ঘোষণা সেই অনিশ্চয়তা অনেকটাই দূর করেছে বলে জানিয়েছেন তারা।

এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ইএবি) ও বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'জাপানের ঘোষণাটি বাংলাদেশের রফতানি খাতের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক। এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন-পরবর্তী প্রভাব নিয়ে রফতানিকারকরা উদ্বেগের মধ্যে ছিলেন। জাপানের ঘোষণার মাধ্যমে সেই উদ্বেগ অনেকটাই কমে আসবে। বিশেষ করে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানির অন্যতম সম্ভাবনাময়

অব্যাহত রাখার এ ঘোষণা বড় ধরনের স্বস্তির বার্তা নিয়ে এসেছে। জাপান-বাংলাদেশ বাণিজ্যসংশ্লিষ্ট সংগঠন প্রতিনিধিরা বলছেন, এটি শুধু একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত নয়, বরং বাংলাদেশের রফতানি সম্ভাবনাকে আরো সুসংহত করার একটি বাস্তব সুযোগ। কারণ দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরো নিবিড় করতে আড়াই বছরের বেশি সময় ধরে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি বা অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি (ইপিএ) নিয়ে আলোচনা চলছে। খুব দ্রুতই চুক্তিটি স্বাক্ষর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার আগে জাপানের ঘোষণাটি চুক্তির বিষয়টিকে আরো ত্বরান্বিত করবে।

জাপান-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (জেবিসিসিআই) সহসভাপতি আনোয়ার শহীদ বণিক বার্তাকে বলেন, 'বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জানতে পেরেছি খুব দ্রুতই জাপান-বাংলাদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি (ইপিএ) হবে। এর মধ্যেই তিন বছর সুবিধা অব্যাহত রাখার ঘোষণাটিতে অনেক সুবিধা হবে। এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও সংস্কারগুলো এতদিন শুধু কথার মধ্যেই ছিল। এগুলো করতে যে আরো সময় লাগবে তা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এখন খুব ভালোভাবে অনুধাবন করছে। জাপান তিন বছরের জন্য সুবিধা বাড়ানোয় আমরা

তথ্য কেন্দ্র ★ ঢাকা।

সম্পর্কিত জাতীয় আইনের সংস্কার বিষয়টি উল্লেখ করে নোটিফিকেশনে বলা হয়েছে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে এলডিসি শ্রেণী থেকে উত্তরণের পরও সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত অগ্রাধিকারমূলক শুল্ক সুবিধা দিতে জাপান তার শুল্ক ব্যবস্থা সংস্কার করেছে।

শুল্ক ব্যবস্থা সংস্কারসংশ্লিষ্ট বিধানটি 'অস্থায়ী শুল্ক ব্যবস্থা আইন'" বা টেম্পোরারি ট্যারিফ মেজার্স ল-এর অনুচ্ছেদ ৮-২, দফা ৩-এ উল্লেখ করা হয়েছে জানিয়ে নোটিফিকেশনে বলা হয়, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক স্বল্পোন্নত হিসেবে স্বীকৃত দেশগুলো অথবা যারা এলডিসি শ্রেণী থেকে উত্তরণ-পরবর্তী সর্বোচ্চ তিন বছর সময়সীমার মধ্যে রয়েছে, শুধু তারাই বিশেষ অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা পাওয়ার যোগ্য বলে গণ্য হবে।

জাপানের জিএসপির উদ্দেশ্য সম্পর্কে নোটিফিকেশনে বলা হয়েছে, জিএসপি উন্নয়নশীল দেশ বা অঞ্চল থেকে আমদানি করা নির্দিষ্ট পণ্যের ওপর শুল্ক হ্রাসের সুবিধা হিসেবে প্রযোজ্য। এর উদ্দেশ্য হলো সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর রফতানি আয় বৃদ্ধি করা। শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করতে সহায়তা করা। জাপান উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখার দৃষ্টিকোণ থেকে জিএসপি ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে পরিচালনা করছে।

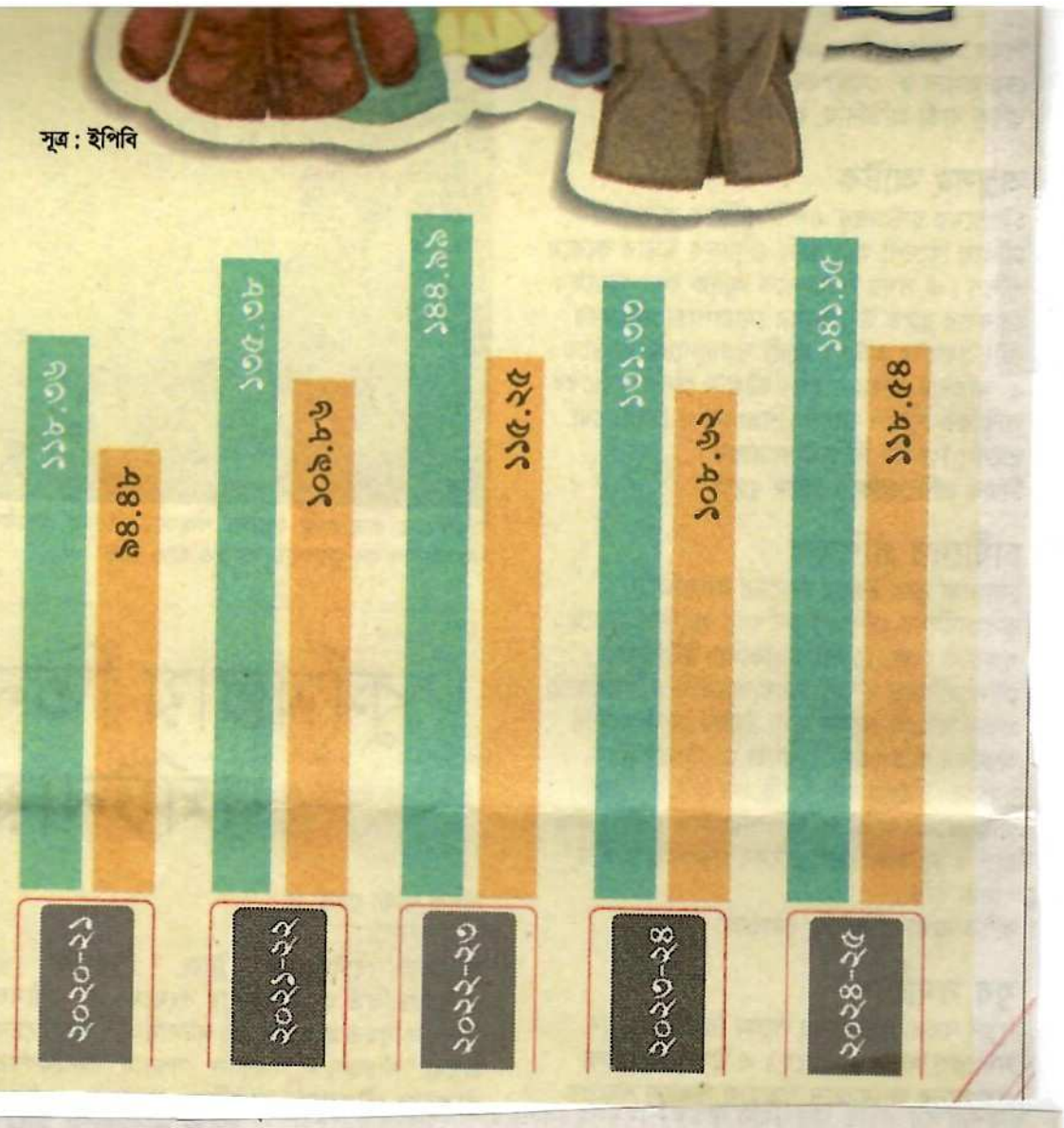

রফতানিকারক মহল জানিয়েছে, এলডিসি-উত্তর নতুন প্রতিযোগিতামূলক বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য এ সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাপান শুল্ক সুবিধা বজায় রাখায় বাংলাদেশ ট্রানজিশনে ধাক্কা খাবে না, বরং বাজার ধরে রাখার সুযোগ আরো জোরদার হবে জানিয়ে বাংলাদেশের পণ্য রফতানিকারকদের প্রতিনিধি এবং জাপান-বাংলাদেশ বাণিজ্য প্রতিনিধিরা বলছেন, এলডিসি তালিকা থেকে উত্তরণ মানে সাধারণত অনেক বাজারে শুল্ক সুবিধা হারানোর ঝুঁকি থাকে। ফলে উত্তরণ-পরবর্তী সময় কী হবে তা নিয়ে রফতানিকারকরা দীর্ঘদিন ধরেই উদ্বিগ্ন ছিলেন। বাড়তি শুল্ক চাপ রফতানিকে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে দেবে এমনটাই দাবি করে আসছিলেন তারা। তবে জাপানের ঘোষণা সেই অনিশ্চয়তা অনেকটাই দূর করেছে বলে জানিয়েছেন তারা।

এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ইএবি) ও বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'জাপানের ঘোষণাটি বাংলাদেশের রফতানি খাতের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক। এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন-পরবর্তী প্রভাব নিয়ে রফতানিকারকরা উদ্বেগের মধ্যে ছিলেন। জাপানের ঘোষণার মাধ্যমে সেই উদ্বেগ অনেকটাই কমে আসবে। বিশেষ করে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানির অন্যতম সম্ভাবনাময় বাজার হিসেবে জাপানের এ সিদ্ধান্ত পোশাক রফতানির বাজারে বৈচিত্র্য আনতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।'

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, দূরপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের রফতানি পণ্যের উল্লেখযোগ্য গন্তব্য হলো জাপান। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ জাপানে ১৪১ কোটি ১৬ লাখ ডলার মূল্যের পণ্য রফতানি করেছে। যা বাংলাদেশের মোট রফতানি আয়ের ২ দশমিক ৯২ শতাংশ। জাপানে রফতানি করা বাংলাদেশের প্রধান পণ্য হলো তৈরি পোশাক। গত অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে দেশটিতে নিটওয়্যার পোশাক রফতানি হয়েছে ৬০ কোটি ১১ লাখ ৭০ হাজার ডলারের। ওভেন পোশাক রফতানি হয়েছে ৫৮ কোটি ৪৩ লাখ ডলারের। এ হিসেবে জাপানে মোট পণ্য রফতানির প্রায় ৮৪ শতাংশই তৈরি পোশাক। এছাড়া উল্লেখযোগ্য অন্যান্য পণ্যের মধ্যে রয়েছে হোম টেক্সটাইল, চামড়া-চামড়াজাত পণ্য, পাদুকা ও ক্রাস্টেসিয়ানস।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় পাঠানো নোটিফিকেশনটি রফতানিনির্ভর বাংলাদেশের জন্য কৌশলগত শক্তি হিসেবে কাজ করবে বলে মনে করছেন নীতিনির্ধারকরা। তারা বলছেন, এলডিসি-উত্তরণ বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রায় একটি মাইলফলক হলেও রফতানিমুখী অর্থনীতিকে বৈশ্বিক পর্যায়ে ঝুঁকি থেকে রক্ষা করতে জাপানের এ সিদ্ধান্ত ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বণিক বার্তাকে বলেছেন, 'জাপানের ঘোষণাটি বাংলাদেশের জন্য বড় ধরনের সুখবর। আমরা এ তথ্য অচিরেই সংশ্লিষ্টদের জন্য প্রচার করব।'

সব মিলিয়ে এলডিসি থেকে উত্তরণ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের জন্য জাপানের শুল্ক সুবিধা অব্যাহত রাখার এ ঘোষণা বড় ধরনের স্বস্তির বার্তা নিয়ে এসেছে। জাপান-বাংলাদেশ বাণিজ্যসংশ্লিষ্ট সংগঠন প্রতিনিধিরা বলছেন, এটি শুধু একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত নয়, বরং বাংলাদেশের রফতানি সম্ভাবনাকে আরো সুসংহত করার একটি বাস্তব সুযোগ। কারণ দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরো নিবিড় করতে আড়াই বছরের বেশি সময় ধরে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি বা অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি (ইপিএ) নিয়ে আলোচনা চলছে। খুব দ্রুতই চুক্তিটি স্বাক্ষর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার আগে জাপানের ঘোষণাটি চুক্তির বিষয়টিকে আরো ত্বরান্বিত করবে।

জাপান-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (জেবিসিসিআই) সহসভাপতি আনোয়ার শহীদ বণিক বার্তাকে বলেন, 'বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জানতে পেরেছি খুব দ্রুতই জাপান-বাংলাদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি (ইপিএ) হবে। এর মধ্যেই তিন বছর সুবিধা অব্যাহত রাখার ঘোষণাটিতে অনেক সুবিধা হবে। এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও সংস্কারগুলো এতদিন শুধু কথার মধ্যেই ছিল। এগুলো করতে যে আরো সময় লাগবে তা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এখন খুব ভালোভাবে অনুধাবন করছে। জাপান তিন বছরের জন্য সুবিধা বাড়ানোয় আমরা এখন সেই সময় পাব। আর তিন বছরের সময়সীমা বৃদ্ধির বিষয়টিতে রফতানির প্রধান বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) আগেই সম্মতি প্রকাশ করেছিল, বাকি ছিল জাপান। দেশটির ঘোষণা তাই খুবই ইতিবাচক।'

অর্থনীতিবিদরা মনে করেন আসন্ন বাংলাদেশ-জাপান অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি কার্যকর হলে দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরো দৃঢ় হবে। নতুন এ সুবিধা বাংলাদেশের বাজারে প্রবেশাধিকারকে স্থিতিশীল রাখার পাশাপাশি জাপানি বিনিয়োগকারীদের কাছে দেশটিকে একটি আকর্ষণীয় উৎপাদন ও বিনিয়োগ গন্তব্য হিসেবে উপস্থাপন করবে। একই সঙ্গে জাপানের এ উদ্যোগ অন্যান্য উন্নত দেশকেও এলডিসি উত্তীর্ণ দেশগুলোর জন্য অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা বাড়াতে উৎসাহিত করবে।

জাপানের সিদ্ধান্তটি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক উল্লেখ করে রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের (আরএপিআইডি) চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক বণিক বার্তাকে বলেন, 'এ সিদ্ধান্তের ফলে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পরও বাংলাদেশ আরো তিন বছর জাপানি বাজারে প্রবেশাধিকার বজায় রাখতে পারবে। জাপানের দেয়া এ নতুন সুবিধার ফলে তাদের বাজারে আমাদের প্রবেশাধিকার নিরবচ্ছিন্ন থাকবে। সিদ্ধান্তটি জাপানি বিনিয়োগকারীদের কাছে বাংলাদেশকে একটি অনুকূল ব্যবসায়িক পরিবেশের গন্তব্য হিসেবে বার্তা দেবে, যা তাদের নিজ দেশ ও চীনে অবস্থিত উৎপাদন কার্যক্রমের একটি অংশ বাংলাদেশে স্থানান্তর করতে উৎসাহিত করবে। জাপানের তিন বছরের এ মেয়াদ বৃদ্ধি অন্যান্য উন্নত দেশকেও একইভাবে এলডিসি উত্তীর্ণ দেশগুলোর জন্য অগ্রাধিকার সুবিধা সম্প্রসারণে উদ্বুদ্ধ করবে।'

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র ★ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ★ ঢাকা।

The Financial Express

1 1 NOV 2025

Bangladesh to get duty-free access to Japan mkt for 3 yrs after graduation

MONIRA MUNNI

Tokyo revises tariff law to allow 3-year grace period for LDC graduates

Bangladesh will continue to enjoy duty-free market access to Japan for three more years after graduating from the least-developed country (LDC) status as Tokyo has amended its tariff system to extend preferential treatment for LDCs.

Japan formally notified the World Trade Organisation (WTO) on November 5 of the reform in its Temporary Tariff Measures Law, allowing graduated LDCs to retain trade privileges for an additional three years.

The WTO's Committee on Trade and Development acknowledged Japan's measure on November 7, according to an official notification obtained by The Financial Express.

Japan's notification explained that its Generalised System of Preferences (GSP) aims to promote exports from developing economies by applying reduced tariffs on designated goods to help them expand export income, industrialise, and foster economic growth.

The reform states: "Japan reformed its tariff system to allow least developed countries to receive preferential tariff treatment up to three years after they graduate from the least developed countries category. The respective provision is mentioned in the Temporary Tariff Measures Law, Article 8-2, paragraph 3."

It further clarified: "Only countries determined as least developed countries (LDCs) in the General Assembly of the United Nations, or up to three years after they graduate from the LDC category, are eligible for special preferential treatment for LDCs."

Commenting on the development, Dr Mohammad Abdur Razzaque, Chairman of Research and Policy Integration for Development (RAPID), told The Financial Express that Bangladesh will continue to receive the same duty-free benefits in Japan as it currently enjoys under LDC terms, similar to the European Union (EU) arrangement.

Calling the move a positive one for Bangladesh's exporters, he noted that Australia has announced a similar three-year facility, while China will extend LDC privileges for two years after graduation.

Bangladesh's key export destinations include the EU, United States, United Kingdom, Canada, India, and Japan. The country is scheduled to graduate to the developing nation category in November 2026.

At the 2023 WTO Ministerial Conference held in Abu Dhabi, member countries agreed that trade benefits for LDCs would continue for three years after graduation to ensure a smooth transition.

Once the new status takes effect, Bangladeshi garments could face tariffs ranging from 9.0 per cent to 20 per cent, depending on the market. The rate is 12 per cent in the EU, 11.5 per cent in the UK, 16.2 per cent in Canada, 9.0 per cent in Japan, 20 per cent in India, and 6.7 per cent in China.

Apparel manufacturers have been urging for a delayed graduation, citing the need for extended trade benefits to maintain competitiveness.

The EU, UK, Canada, and Australia have already confirmed continuation of LDC preferences for Bangladesh until 2029, providing a three-year grace period.

Fazlul Hoque, former president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), described Japan's decision as "a welcome and expected move" that will help sustain the country's export growth.

He added that the industry and the government must use the transition period to boost port efficiency, reduce production costs, and lower utility and borrowing rates to remain competitive.

"The industry also needs to focus on enhancing productivity," he said.

Exporters stressed that duty-free market access remains one of the main incentives for international buyers to source from Bangladesh.

They urged the government to take timely measures to extend the transition period, which would also help buyers adjust their strategic sourcing plans.

According to Export Promotion Bureau (EPB) data, Bangladesh earned US$1.18 billion from garment exports to Japan in FY2024-25, up from $478.48 million in FY2012-13.

Munni_fe@yahoo.com

The Financial Express

1 1 NOV 2025

Experts urge structural reforms and trade resilience ahead of LDC graduation

FE REPORT

Bangladesh-Malaysia Chamber of Commerce and Industry (BMCCI) hosted a seminar on 'LDC Graduation: Challenges & Prospects' at a city hotel on Sunday.

Economists and experts have stressed that Bangladesh's upcoming graduation from the Least Developed Country (LDC) status in 2026 requires urgent and comprehensive preparation, bold policy reforms, and effective coordination among stakeholders to ensure a smooth transition.

They also warned that both internal and external economic vulnerabilities could undermine the country's competitiveness after graduation.

They pointed out structural weaknesses such as high operational costs, weak institutions, energy crisis, and limited export diversification -- all of which must be urgently addressed.

The experts also underscored that the transition period should be used strategically to strengthen trade resilience, expand market access, and implement reforms to safeguard Bangladesh's growth momentum.

They made the remarks at a seminar on 'LDC Graduation: Challenges & Prospects' organised by the Bangladesh-Malaysia Chamber of Commerce and Industry (BMCCI) at a city hotel on Sunday.

Speaking at the seminar, Commerce Secretary Mahbubur Rahman said the government had requested the United Nations General Assembly (UNGA) to visit Bangladesh to assess the country's readiness for graduation.

"In addition to the EU and the USA, the government is in talks with Canada, Australia, Japan, South Korea, and other countries to boost bilateral trade and diversify export destinations," he added.

Dr Zaidi Sattar, Chairman of the Policy Research Institute (PRI), noted that Bangladesh's LDC graduation is taking place amid a period of global uncertainty characterised by economic nationalism, protectionism, and weakening globalisation.

These factors, he said, discourage investment and complicate export growth.

He highlighted internal disruptions such as exchange rate depreciation, inflation, high interest rates, and political instability -- all of which have undermined the investment climate and weakened the foundation for a smooth transition.

Given these challenges, Dr Sattar suggested that Bangladesh consider seeking a deferral of its LDC graduation, noting that such an option exists within the UN framework for countries facing adverse economic conditions.

Former BGMEA president Faruque Hassan emphasised that Bangladesh's graduation should not become a "penalty for success."

He noted that the transition period should be managed strategically to maintain competitiveness, ensure international support, and avoid the premature withdrawal of trade benefits.

He called for reforms to reduce high interest rates, energy costs, and logistical inefficiencies, stressing the urgent need to improve port and transport infrastructure, ensure energy security, and establish financing mechanisms, such as green credit lines, to support export-oriented industries.

Hassan also underscored the importance of diversifying products, fibres, and export markets while pursuing free trade agreements with major economies.

Highlighting Bangladesh's leadership in green factory development, he urged continued investment in sustainability, the circular economy, and compliance to meet evolving global standards.

Anwar-Ul-Alam Chowdhury (Parvez), President of the Bangladesh Chamber of Industries (BCI), said that while the business community remains proactive and ready for the next stage of development, high operational costs and ongoing financial instability continue to erode competitiveness.

He pointed out that problems related to banking, logistics, and energy supply remain major bottlenecks for industrial expansion.

Dr Abdur Razzaque, Chairman of the Research and Policy Integration for Development (RAPID), suggested using any additional time granted before or after graduation -- such as a three-year extension -- not merely to maintain privileges but to prepare effectively for the new challenges ahead.

He observed that Bangladesh's transition coincides with a rapidly changing global trade landscape and said the extra time would help the country "weather the storm better."

He also emphasised that reform must remain an ongoing process, as Bangladesh's structural challenges will not disappear with graduation alone.

Dr Khondaker Golam Moazzem, Research Director at the Centre for Policy Dialogue (CPD), took a more optimistic stance, asserting that Bangladesh is structurally ready for graduation.

He described the move as a "structural change" rather than a symbolic one and noted that the country has already surpassed the required thresholds by wide margins.

He urged the private sector to view graduation not as a constraint but as an opportunity to strengthen competitiveness and upgrade capabilities.

In his keynote paper, Dr Selim Raihan of the South Asian Network on Economic Modeling (SANEM) said Bangladesh's readiness for graduation is under scrutiny amid global economic volatility and the potential loss of LDC-specific international support measures.

"The core risk lies in the trade sector," he warned, citing the country's heavy dependence on ready-made garment (RMG) exports and duty-free, quota-free (DFQF) market access.

The erosion of these trade privileges, he noted, could cost Bangladesh billions in lost export earnings and add pressure on its foreign reserves.

Dr Raihan also highlighted persistent domestic structural challenges, including macroeconomic stress from low foreign reserves, fiscal gaps, and high inflation; as well as deeper flaws such as weak tax collection, a fragile banking sector, high export concentration, and limited foreign direct investment (FDI).

He attributed many of these problems to entrenched "rent-seeking networks" among political, business, and bureaucratic elites that continue to obstruct meaningful reform.

bdsmile@gmail.com

1 1 NOV 2025 The Daily Star

Private sector seeks six-year delay to LDC graduation

Business leaders tell UN delegation that past growth figures were inflated and Bangladesh is not prepared for LDC graduation now

REFAYET ULLAH MIRDHA *and*
REJAUL KARIM BYRON

Top business leaders yesterday urged a visiting United Nations (UN) delegation to recommend deferring Bangladesh's graduation from the least developed country (LDC) club by five to six years.

They cited current macroeconomic stress, inflated growth data under the previous government, and poor overall preparedness for the transition.

After hearing that the private sector is not ready yet, the high-level UN team asked for a detailed roadmap outlining the country's preparations for graduation. It said another delegation would visit Dhaka in January for a further assessment.

LATEST DEVELOPMENT

UN team in Dhaka to discuss Bangladesh's LDC graduation progress

BUSINESS CONCERNS

Businesses seek a six-year deferment of LDC graduation

They warn Bangladesh is not ready due to weak macroeconomic conditions

TRADE IMPACT

Graduation will end Bangladesh's preferential trade benefits

About 73% of exports rely on LDC-related privileges

Bangladesh currently enjoys trade benefits from 38 countries

READINESS CHALLENGES

- Bangladesh's preparedness for graduation remains poor
- The country is yet to sign major trade deals with key partners

The country is currently scheduled to graduate from LDC status to a developing nation in November next year. Although the interim government has repeatedly

FROM PAGE B1

said it intends to maintain that timeline, local businesses have urged authorities to seek an extension, pointing to inadequate readiness.

Amid this, the government invited the UN team, comprising both officials and independent experts, for a ground-level evaluation.

The team was led by Roland Mollerus, acting director of the United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States (UN-OHRLLS).

At a meeting held at the UN House in Dhaka yesterday, business leaders said they wanted the deferment because of mounting economic challenges, including high bank interest rates, years of loan scams and irregularities, and the fallout of the pandemic and the Russia-Ukraine war.

They alleged that the country's reported economic growth figures were "false, baseless and inflated", painting an inaccurate picture of Bangladesh's real condition to the international community.

They also claimed that under the previous government they had little opportunity to raise concerns.

Businesses told the delegation that Bangladesh has made limited progress in preparing for post-graduation challenges. The country has yet to sign major trade deals such as Free

Once the country graduates, it will also lose concessional loans from international lenders and donor countries, which trade leaders believe could undermine macroeconomic stability.

'NOT READY YET'

Md Zakir Hossain, secretary general of the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA), who attended the meeting, said the UN delegation requested a detailed roadmap for LDC graduation preparedness.

"We did not request to stop the graduation process. We requested just a deferment for six years," Hossain told The Daily Star over the phone after the meeting.

Kamran T Rahman, president of the Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI), said the business community believes Bangladesh will not be able to sustain the graduation if it proceeds.

"...six years have been sought for taking preparation as the country is not ready to sustain the challenges of the graduation right now," Rahman said, adding that the country's inadequate preparation is visible across several sectors, including logistics.

Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said the delegation has been briefed on the current economic, trade and industrial situation.

Association (BGMEA), said the price of gas had risen by 286 percent between 2016 and 2023, while captive power costs increased by 40 percent, driving up production expenses amid an already strained economy.

He added that non-performing loans have risen to 27 percent, while bank interest rates stand at around 15 percent, further burdening manufacturers.

Khan expressed concern over ongoing political uncertainty, instability in global trade, declining orders ahead of the national election, and weak coordination in implementing the Smooth Transition Strategy (STS).

He said limited industrial diversification and heavy dependence on imported raw materials pose major risks to long-term economic stability.

Economist Mohammad Abdur Razzaque, chairman of local think tank Research and Policy Integration for Development (RAPID), who has been working with the UN team, said the delegation met Anisuzzaman Chowdhury, special assistant to the chief adviser, at the ERD office in Dhaka.

"The UN team has been listening about the situation now," said the economist.

Anwar-Ul-Alam Chowdhury (Parvez), president of the Bangladesh Chamber of Industries (BCI), said

Top business leaders yesterday urged a visiting United Nations (UN) delegation to recommend deferring Bangladesh's graduation from the least developed country (LDC) club by five to six years.

They cited current macroeconomic stress, inflated growth data under the previous government, and poor overall preparedness for the transition.

After hearing that the private sector is not ready yet, the high-level UN team asked for a detailed roadmap outlining the country's preparations for graduation. It said another delegation would visit Dhaka in January for a further assessment.

LATEST DEVELOPMENT

UN team in Dhaka to discuss Bangladesh's LDC graduation progress

BUSINESS CONCERNS

Businesses seek a six-year deferment of LDC graduation

They warn Bangladesh is not ready due to weak macroeconomic conditions

Graduation will end Bangladesh's preferential trade benefits

About 73% of exports rely on LDC-related privileges

Bangladesh currently enjoys trade benefits from 38 countries

READINESS CHALLENGES

- Bangladesh's preparedness for graduation remains poor
- The country is yet to sign major trade deals with key partners

The country is currently scheduled to graduate from LDC status to a developing nation in November next year. Although the interim government has repeatedly said it intends to maintain that timeline, local businesses have urged authorities to seek an extension, pointing to inadequate readiness.

Amid this, the government invited the UN team, comprising both officials and independent experts, for a ground-level evaluation.

The team was led by Roland Mollerus, acting director of the United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States (UN-OHRLLS).

At a meeting held at the UN House in Dhaka yesterday, business leaders said they wanted the deferment because of mounting economic challenges, including high bank interest rates, years of loan scams and irregularities, and the fallout of the pandemic and the Russia-Ukraine war.

They alleged that the country's reported economic growth figures were "false, baseless and inflated", painting an inaccurate picture of Bangladesh's real condition to the international community.

They also claimed that under the previous government they had little opportunity to raise concerns.

Businesses told the delegation that Bangladesh has made limited progress in preparing for post-graduation challenges. The country has yet to sign major trade deals such as Free Trade Agreements (FTAs), Economic Partnership Agreements (EPAs) or Comprehensive Economic Partnership Agreements (CEPAs) with key trading partners -- which are essential to retain preferential market treatment after the graduation.

At present, Bangladesh enjoys LDC-related trade benefits in 38 countries, with 78 percent of its total exports linked to such preferences. So far, it has signed only one preferential trade agreement, with Bhutan.

Once the country graduates, it will also lose concessional loans from international lenders and donor countries, which trade leaders believe could undermine macroeconomic stability.

'NOT READY YET'

Md Zakir Hossain, secretary general of the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA), who attended the meeting, said the UN delegation requested a detailed roadmap for LDC graduation preparedness.

"We did not request to stop the graduation process. We requested just a deferment for six years," Hossain told The Daily Star over the phone after the meeting.

Kamran T Rahman, president of the Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI), said the business community believes Bangladesh will not be able to sustain the graduation if it proceeds.

"...six years have been sought for taking preparation as the country is not ready to sustain the challenges of the graduation right now," Rahman said, adding that the country's inadequate preparation is visible across several sectors, including logistics.

Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said the delegation has been briefed on the current economic, trade and industrial situation.

"The poor condition of the banking sector and the fall of exports indicate that the macroeconomic situation is not well now," he said.

He added that after graduation, Bangladesh would lose Generalised System of Preferences (GSP) benefits in markets such as the European Union, where exporters could face tariffs of 12.5 percent instead of the current zero-duty access.

Mahmud Hasan Khan, president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said the price of gas had risen by 286 percent between 2016 and 2023, while captive power costs increased by 40 percent, driving up production expenses amid an already strained economy.

He added that non-performing loans have risen to 27 percent, while bank interest rates stand at around 15 percent, further burdening manufacturers.

Khan expressed concern over ongoing political uncertainty, instability in global trade, declining orders ahead of the national election, and weak coordination in implementing the Smooth Transition Strategy (STS).

He said limited industrial diversification and heavy dependence on imported raw materials pose major risks to long-term economic stability.

Economist Mohammad Abdur Razzaque, chairman of local think tank Research and Policy Integration for Development (RAPID), who has been working with the UN team, said the delegation met Anisuzzaman Chowdhury, special assistant to the chief adviser, at the ERD office in Dhaka.

"The UN team has been listening about the situation now," said the economist.

Anwar-Ul-Alam Chowdhury (Parvez), president of the Bangladesh Chamber of Industries (BCI), said domestic industries should receive greater priority in the discussions. He advocated for a deferment, arguing that Bangladesh is not ready yet.

Leaders of the International Chamber of Commerce-Bangladesh, the Foreign Investors' Chambers of Commerce and Industry, the Leathergoods and Footwear Manufacturers and Exporters Association of Bangladesh (LFMEAB), and the Dhaka Chamber of Commerce and Industry also took part in the meeting.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র ...... ঢাকা।

শব ম্যাপয়ে এলডিসি থেকে উত্তরণ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের জন্য জাপানের শুল্ক সুবিধা সম্প্রসারণে উদ্বুদ্ধ করবে।'